"পাসপোর্ট নাগরিক অধিকার, সর্বাত্মক সেবাই অঙ্গিকার"।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, ঠাকুরগাঁও
www.dip.gov.bd

সিটিজেন চার্টার

(ই-পাসপোর্ট আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা)

- ই-পাসপোর্ট-এর সকল আবেদন অবশ্যই অনলাইনে দাখিল করতে হবে। ই-পাসপোর্ট-এর ওয়েব পোর্টাল-www.epassport.gov.bd.
- আবেদনকৃত ফরমের সাথে Appointment Schedule-এর কপিসহ প্রিন্টপূর্বক আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে।
- আবেদন ফরমে তারকা(*) চিহ্নিত ক্রমিক নম্বরগুলো অবশ্যই পূরণ করতে হবে।
- সকল আবেদনকারীর ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম সনদ-এর মূল কপি সঙ্গে আনতে হবে এবং ফটোকপি মূল আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। তথ্যগত কোন ভুল থাকলে সংশোধনপূর্বক দাখিল করতে হবে। কোন ডকুমেন্ট সত্যায়নের প্রয়োজন নেই।
- ২০ (বিশ) বছরের নিচে সকল আবেদনকারীকে জন্মসনদ-এর মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্রের সাথে আবশ্যিকভাবে বাবা ও মায়ের জাতীয় পরিচয়পত্র/স্মার্ট কার্ড (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আবেদনকারীর JSC/SSC সার্টিফিকেট)-এর কপি দাখিল করতে হবে এবং মূল কপি প্রদর্শন করতে হবে। ১৮(আঠার) বছর উত্তীর্ণ (২০ বছর বা তদুর্ধ্ব) পাসপোর্ট প্রত্যাশীগণ এনআইডি/স্মার্ট কার্ড না থাকলে, এনআইডি/স্মার্ট কার্ড সংগ্রহপূর্বক আবেদন করতে পারবেন।
- ০৫ (পাঁচ) বছর বয়সের নিম্নে আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে ৩জ সাইজ (সাদা/গ্রে ব্যাকগ্রাউন্ড) ম্যাট পেপারে ল্যাব প্রিন্ট ছবি দাখিল করতে হবে।
- রি-ইস্যু আবেদনকারীগণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান পূর্ববর্তী এমআরপি/ই-পাসপোর্ট-এর ছায়ালিপিসহ দাখিল করতে হবে। এক্ষেত্রে, মূল পাসপোর্ট অবশ্যই প্রদর্শন করতে হবে। হারানো (Lost) পাসপোর্ট-এর ক্ষেত্রে মূল সাধারন ডায়েরি (এউ)-এর কপি আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে।
- ১৮ (আঠার) বছরের নিচে আবেদনকারীগণ কেবলমাত্র ০৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদি পাসপোর্ট করতে পারবেন।
- আবেদনের সাথে অনলাইন ব্যাংকে Automated Challan (এ-চালান)/E-Challan (ই-চালান)-এর মাধ্যমে পাসপোর্ট ফিস জমা প্রদানের রশিদের প্রিন্ট কপিসহ দাখিল করতে হবে।
- ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও ড্রাইভারসহ সকল টেকনিক্যাল/পেশাজীবীদের ক্ষেত্রে অবশ্যই টেকনিক্যাল সনদ (Professional Certificate License) দাখিল করতে হবে।
- স্থায়ী ঠিকানা, বৈবাহিক অবস্থা, পেশা অথবা অন্যান্য তথ্যাদি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবর্তিত তথ্য সংশ্লিষ্ট যাবতীয় দলিলাদি দাখিল করতে হবে।
- স্বামী/স্ত্রীর নাম সংযোজনের ক্ষেত্রে নিকাহ্নামা (Marriage Certificate) এবং বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে তালাকনামা (Divorce Certificate) অবশ্যই দাখিল করতে হবে।
- সরকারি চাকুরিজীবীগণের ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ (নূন্যতম জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্তৃক) GO/NOC ইস্যুপূর্বক সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে প্রেরণ করতে হবে এবং ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আপলোড হয়েছে কি-না তা নিশ্চিতপূর্বক সরকারি চাকুরির/কর্মস্থলের অধিক্ষেত্রের আওতাধীন অফিসে আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে।
- অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের আবেদনের ক্ষেত্রে পেনশন বই/অবসরোত্তর ছুটির আদেশ (PRL)-এর ছায়ালিপিসহ দাখিল করতে হবে। এক্ষেত্রে মূল পেনশন বই/অবসরোত্তর ছুটির আদেশ (PRL)-এর মূল কপি সঙ্গে আনতে হবে।
- সাদা শার্ট/পাঞ্জাবী অথবা হালকা রঙের জামা পরিধান করে ছবি তোলা যাবে না। এছাড়া টিপ, অলংকার, টুপি ও চশমা ইত্যাদি ব্যবহার করে ছবি তোলা যাবে না। এছাড়া, অতিরিক্ত মেকআপ (Foundation) গ্রহণযোগ্য নহে।
- ফরম পূরণ এবং ব্যাংকে টাকা জমাদানের ক্ষেত্রে নামের বানানে ডট(.), হাইফেন (-), কমা(,) ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে না এবং পিতা/মাতা/ স্বামী/স্ত্রী মৃত হলে 'Late' লিখা যাবে না।
- নামের পূর্বে ও পরে কোন প্রকার পদবী/টাইটেল (যেমন- Dr., Engr., Prof., Hazi, Al-hazz এবং বীরমুক্তিযোদ্ধা ইত্যাদি) ব্যবহার করা যাবে না।
- এক জেলার আবেদনকারী অন্য জেলায় আবেদন করতে চাইলে, চাকুরীরত দপ্তরের প্রত্যয়নপত্রসহ আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে এবং বর্তমান ঠিকানার স্বপক্ষে প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে।
- আবেদনকারীর স্থায়ী/বর্তমান ঠিকানা অবশ্যই অত্র অফিসের অধিক্ষেত্র (Jurisdiction)-এর মধ্যে হতে হবে। অস্থায়ী/বর্তমান ঠিকানায় অবস্থানের ক্ষেত্রে প্রমাণক হিসেবে স্থানীয় মেয়র/চেয়ারম্যান/কাউন্সিলর-এর প্রত্যয়ন/নাগরিকত্ব সনদ দাখিল করতে হবে।
- দত্তক/অভিভাবকত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে পাসপোর্টের আবেদনের সাথে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে জারীকৃত আদেশের কপি দাখিল করতে হবে।
- বাংলাদেশে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা নাগরিকদের আবাসস্থল হওয়ায় সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক পাসপোর্ট প্রদানের ক্ষেত্রে অধিকতর সতর্কতার অংশ হিসেবে কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) বাবার-মায়ের জাতীয় পরিচয়পত্র এবং চেয়ারম্যান-এর নাগরিকত্ব সনদ দাখিল করতে হবে।
- পাসপোর্ট-এর আবেদন দাখিলের সময় জাতীয় পরিচয়পত্র এবং বিদ্যমান পূর্ববর্তী পাসপোর্ট-এর মিল থাকতে হবে। পাসপোর্টে কোনরূপ সংশোধনের প্রয়োজন হলে, আবেদনের সাথে নির্বাচন অফিস কর্তৃক NID-এর ভেরিফাইড কপি (অনলাইন যাচাই কপি), অঙ্গিকারনামা দাখিল করতে হবে।
- মূল বিতরণ স্লিপ (Delivery Slip) অন্য কারো নিকট হস্তান্তরযোগ্য নয়। নতুন পাসপোর্ট গ্রহণের সময় পূর্ববর্তী পাসপোর্ট (MRP/E-Passport) যদি থাকে অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে।
- সর্বোপরি, ই-পাসপোর্ট-এর সকল তথ্য অন-লাইনে (ই-মেইল) এবং মোবাইল এসএমএস-এর মাধ্যমে জানা যায় (ডেলিভারি স্লিপে প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক)।

☞ ই-পাসপোর্ট ফিস (ভ্যাটসহ) ও সেবা সংক্রান্ত তথ্যাদি ঃ-

আবদনের প্রকৃতি	৪৮ পাতা		৬৪ পাতা	
	০৫ বছর	১০ বছর	০৫ বছর	১০ বছর
সাধারণ	৪,০২৫/-	৫,৭৫০/-	৬,৩২৫/-	৮,০৫০/-
জরুরী	৬,৩২৫/-	৮,০৫০/-	৮,৬২৫/-	১০,৩৫০/-
অতিজরুরী	৮,৬২৫/-	১০,৩৫০/-	১২,০৭৫/-	১৩,৮০০/-

ক্রমিক নং	সেবার ধরণ (Type of Service)	সেবা প্রাপ্তির ন্যূনতম সময়সীমা	মন্তব্য
১।	সাধারণ (Regular)	২১ (একুশ) কর্মদিবস	অনুকূল পুলিশি প্রতিবেদন/বিদ্যমান বৈধ পাসপোর্ট থাকা সাপেক্ষে।
২।	জরুরী (Express)	০৭ (সাত) কর্মদিবস	
৩।	অতি জরুরী (Super Express)	৭২ (বাহাত্তর) ঘন্টা/ ০৩(তিন) কর্মদিবস	অনুকূল প্রাক-পুলিশি প্রতিবেদন/বিদ্যমান বৈধ পাসপোর্ট থাকা সাপেক্ষে। এক্ষেত্রে, বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, আগারগাঁও, ঢাকা হতে পাসপোর্টটি সংগ্রহ করতে হবে।

☞ যে সকল ব্যাংক/মাধ্যমে পাসপোর্ট ফিস জমা করা যাবে ঃ-

সোনালী ব্যাংকসহ অন্যান্য সকল রাষ্ট্রায়ত্ব/তফসিলি ব্যাংক-এ অনলাইনে 'এ-চালান'-এর মাধ্যমে। এছাড়াও, অনলাইন (Online)-এ মোবাইল ব্যাংকিং (ই-চালান)-এর মাধ্যমেও প্রদান করা যাবে। সকল ক্ষেত্রে চালানের প্রিন্ট কপি আবেদনপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে।

☞ যোগাযোগের ঠিকানা (তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক) ঃ-

আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, ঠাকুরগাঁও।
e-mail: rpothakurgaon@passport.gov.bd
Mobile-01733393392.